খামারে কাজ নিয়ে বচসা, ছেলের হাতে বাবা খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ছেলের হাতে খুন হলেন বাবা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি মাধবডিহি থানার দেনু গ্রামে। খামারে কাজ করার সময় বাবা ও ছেলের বিবাদের জেরে দা দিয়ে কোপ মেরে বাবাকে খুন করে ছেলে বলে অভিযোগ। মৃতের নাম বাসুদেব পাত্র (৬৫)। এই ঘটনায় মৃতের ছেলে বিশ্বজিৎ পাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বাড়ির খামারে কাজ করার সময় দুজনের মধ্যে বচসা হয়। সেই সময় হাতের কাছে থাকা একটি দা দিয়ে বাবার ঘাড়ে কোপ মারে ছেলে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা হয়েছে, বাড়িতে বাসুদেব পাত্রের স্ত্রী, ছেলে ও পুত্রবধূ রয়েছেন। পরিবার ও চাষের কাজ করা নিয়ে ছেলে ও বাবার মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হত। ওই দিনও বাড়ির খামারে কাজ করার সময় তাঁদের মধ্যে অশান্তি হয়। সেই সময় বাবাকে কোপ মারে ছেলে। ঘটনার পর পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ছেলে। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ধৃতকে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্ত্রী ১৫০ টাকা না দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

স্টাফ রিপোর্টার, কাটোয়া: স্ত্রী দেড়শো টাকা না দেওয়ায় অভিমানে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্বামী। কাস্তে দিয়ে দড়ি কেটে স্বামীকে নামান স্ত্রী। যুবক প্রাণে বাঁচলেন। তবে কাস্তের ধারে কাটল তাঁর গাল। আর হাত কেটেছে স্ত্রীর। বর্তমানে কাটোয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। কাটোয়ার মুলটি গ্রামের ঘোষপাড়ার বাসিন্দা গৌতম ঘোষ। তিনি পেশায় শ্রমিক। মাস দুয়েক আগে সুরাট থেকে বাড়িতে ফিরেছেন। নিজের খেতের ধান তোলার পর ফের কর্মস্থলে যাওয়ার কথা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে ফেরার পর দুর্গাপুজোর মরশুম থেকেই গৌতম প্রায় রোজই মদ্যপান করছিলেন। এনিয়ে তাঁর স্ত্রী বৃষ্টি ঘোষ আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু গৌতম পরিবারের কথাই শুনতে চাইছিলেন না। বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করে বাড়ি ফেরার সময় গৌতমের পকেটে দেড়শো টাকা ছিল। সেই টাকা কোনওভাবে স্ত্রীর হাতে চলে আসে। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে পকেটে হাত ভরে টাকা দেখতে পাননি তিনি। জানতে পারেন টাকা তাঁর স্ত্রীর কাছে রয়েছে। ওই দেড়শো টাকা স্ত্রীর কাছে বারবার চাইছিলেন। কিন্তু টাকা পেলে ফের মদ্যপান করবেন স্বামী, এই আশঙ্কায় বৃষ্টিদেবী টাকা দিতে চাইছিলেন না। এনিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা বাধে। তখনই গৌতম রেগে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর স্ত্রীর একটি কাপড় নিয়ে গলায় জড়িয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়েন। স্ত্রী চিৎকার করে লোকজন ডাকেন। তবে তিনি সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে পড়েন। কাস্তে দিয়ে কাপড় কেটে স্বামীকে নামান। তবে কাস্তের আগাতে স্বামীর গাল কেটে যায়। জখম গৌতমকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁর স্ত্রীকে।

আলুবীজের চড়া দাম, চড়ছে কালোবাজারিও

সৌরভ মাজি ও অর্ক দে

বর্ধমান: রাজ্যে আলু চাষের বীজের জন্য এখনও পাঞ্জাব রাজ্যের মুখাপেক্ষী চাষিরা। কিছুটা হিমাচল প্রদেশের উপরেও। প্রতিবার আলু চাষে পাঞ্জাবের বীজের গুণমান নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন এখানকার চাষিরা। 'ভেজাল' পাঞ্জাব বীজে আলু চাষ করে প্রতিবার বহু চাষি লোকসানের মুখে পড়েন। আবার আলুর বীজের কালোবাজারিও হয়ে থাকে। এবারেও কালোবাজারি চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন অনেক চাষি। তাই এবার বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে কৃষি দফতর। কালোবাজারি রুখতে টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন জেলায়।

আলু বীজের পাঞ্জাবের নির্ভরতা কমাতে রাজ্যের কৃষি দফতরও তৎপর হয়েছে। রাজ্যে তৈরি আলু বিলিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঞ্জাব বীজের ভেজাল রুখতে তৎপর হয়েছে রাজ্যের আলু বীজ ব্যবসায়ী সংগঠনও। তারা পাঞ্জাবের আলু বীজ ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। আলু বীজের প্যাকেটে বিশেষ লোগোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি আলু উৎপাদন হয়ে থাকে উত্তরপ্রদেশে। তারপরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যে আলু চাষ হয়ে থাকে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে। এবারেও তেমনই লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে রাজ্যের। রাজ্যের আলু উৎপাদক জেলাগুলির মধ্যে হুগলি, মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা রয়েছে প্রথম সারিতে। বর্তমানে পুরোদমে শুরু হয়েছে আলু চাষ। মূলত পাঞ্জাবের বীজের প্রতিই কৃষকদের আগ্রহ বেশি। রাজ্যের বীজের তুলনায় কম পরিমাণ পাঞ্জাবের বীজে একই পরিমাণ জমিতে চাষ করা যায়। বিঘা প্রতি দুই থেকে তিন প্যাকেট (৫০ কেজিতে এক প্যাকেট) পঞ্জাবের বীজ লাগে। সেখানে স্থানীয় বীজ লাগে প্রায় দ্বিগুণ। অন্যান্যবার দামের অল্পবিস্তর তফাৎ থাকলেও এবার না কি অনেকটাই দাম চড়া রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন অনেক চাষি। কালোবাজারির কারণে দাম চড়ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

বর্ধমানে আলু বীজ লাগানো চলছে। —মুকলেসুর রহমান

হুগলি জেলায় গত বছর পোখরাজ আলু বীজের দাম ছিল ১৩০০ থেকে ১৫০০ টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল। সেখানে এবার বিক্রি হচ্ছে ৩৫০০ থেকে ৩৭০০ টাকা ক্যুইন্টাল দরে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় আলু চাষ হয়ে থাকে প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে। এবারও তেমনটাই লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে কৃষি দফতরের। জেলার খণ্ডঘোষের বেরুগ্রামের এক আলু চাষি মেহের আলম বলেন, ''একমাস আগে আলু বীজের দাম ৩২০০ টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল ছিল। সেই দাম কিছুটা বেড়েছে। এখন ৪৫০০ টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল হয়েছে। গত বছর আলু বীজের দাম অস্বাভাবিক বেশি ছিল। ৫০০০ থেকে ৫৫০০ টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল দরে আলু বীজ বিক্রি হয়েছিল গতবছর। ফলে খরচের পরিমাণও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।''

রাজ্যে যে পরিমাণ জমিতে আলু চাষ হয়ে থাকে তার জন্য পাঞ্জাব থেকেই আসে সিংহভাগ বীজ। রাজ্যের আলু বীজ ব্যবসায়ীরা পঞ্জাবের বীজ এনে চাষিদের সরবরাহ করেন। কিন্তু এক শ্রেণির অসাধু কারবারি ভেজাল বীজ সরবরাহ করে মুনাফা লোটেন। এমনকী কৃত্রিমভাবে জোগান কমিয়ে বীজের কালোবাজারিও করা হয়। ফলে চাষিকে বেশি দামে বীজ কিনতে হয়। এবারও তেমনটা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজ্য আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক স্বপন সামন্ত জানান, এবার পাঞ্জাব থেকে ৬৪ লক্ষ প্যাকেট আলু বীজ আসছে রাজ্যে। তিনি দাবি করেন বীজের দাম এবার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। ভেজাল রুখতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান। তিনি বলেন, ''আলুর ভেজাল বীজ যাতে রাজ্যের বাজারে না আসে তার জন্য পাঞ্জাবের আলু বীজ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমন্বয় করে লোগো তৈরি করা হয়েছে। ফলে সঠিক আলু বীজের প্যাকেট চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে।'' পাশাপাশি, দুই রাজ্যেই মনিটরিং কমিটি গড়া হয়েছে তাঁদের তরফে। যার ফলে দুই রাজ্যেই বেআইনি ভাবে মজুদ, কালোবাজারি রোখা সম্ভব হচ্ছে বলে জানান স্বপনবাবু।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মণ্ডল বলেন, ''গতবারের তুলনায় জেলায় এবার আলু চাষের ক্ষেত্র কিছুটা বাড়ছে। গত সপ্তাহে খাওয়ার আলুর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বীজের দামও কিছুটা বেড়েছে। নজরদারিতে আমরা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি।'' পঞ্জাবের বীজের নির্ভরতা কাটাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তিনি বলেন, ''পঞ্জাবের আলু বীজের ব্যবহার বহুদিন ধরে চলে আসছে। বর্তমানে রাজ্য আলু বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। এবছর ৫০০ টন আলু বীজ উৎপাদন করা হয়েছে রাজ্যে। যা চাষিদের সরবরাহ করা হচ্ছে।'' তিনি আরও জানান, পাঞ্জাবের বীজের গ্রহণযোগ্যতা এখনও চাষিদের বেশি। রাজ্যের বীজের প্রতি চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে কৃষি দফতর প্রচার চালাচ্ছে বলেও তিনি জানান।

এক নজরে

- রাজ্য আলু চাষ: প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর
- পাঞ্জাবের আলু বীজের জোগান: ৬৪ লক্ষ প্যাকেট (প্রতি প্যাকেট ৫০ কেজি)
- কৃষি দফতরের সরবরাহ রাজ্যের আলুবীজ: ৫০০ টন
- কালোবাজারি রুখতে টাস্ক ফোর্স কৃষি দফতরের
- পাঞ্জাব ও এ রাজ্যের আলু বীজ ব্যবসায়ীদের সমন্বয় কমিটি গঠন
- ভিনরাজ্যের আলু বীজে ভেজাল রুখতে প্যাকেটে বিশেষ লোগো

ইসিএলের আধিকারিকদের যোগসাজশ?

ফের কয়লা পাচার, বিক্ষোভ বিজেপির

জামুড়িয়ায় বিক্ষোভ বিজেপির। —মৈনাক মুখোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, আসানসোল : জামুড়িয়া রানিগঞ্জে শুরু হয়েছে কয়লা পাচার। ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে কয়লা মাফিয়ারা। ইসিএলের আধিকারিকদের একাংশের যোগসাজেশে নতুন সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ তুলে শুক্রবার জামুড়িয়ার ইসিএল সাতগ্রাম এরিয়া অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন জমা দিল জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। ডেপুটেশন জমা দিতে এসে বিজেপি কর্মীরা পুলিশের বাধা পেলে উত্তেজনা ছড়ায়।

ইসিএলের সাতগ্রাম এরিয়ার গেটে এদিন ছিল তালা লাগানো। ধাক্কা মেরে গেট খুলে কার্যালয়ের সামনেই বিজেপির কর্মী ও যুব মোর্চার অসংখ্য কর্মী সমর্থক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বসে পড়েন। বিজেপি যুব মোর্চার নেতৃত্বে দাবি, ইসিএল আধিকারিকদের একাংশের যোগসাজেশে বৈধ কয়লা খনির বিভিন্ন অংশ থেকেই কয়লা পাচার করা হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে ইসিএলের বেশ কয়েকজন আধিকারিক এই কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে কয়লা মাফিয়াদের মদত করছেন। বেশ কয়েকজন মাফিয়ার নামও প্রকাশ্যে আনেন বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ, শুধুমাত্র কয়লা পাচার নয়, কয়লা খনি এলাকার জমি অন্যায়ভাবে জমি মাফিয়ারা বিক্রি করলেও সেই নিয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না ইসিএল। বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, ''এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ও ডেপুটেশনের কথা আগে ভাগেই এরিয়া কার্যালয়ে জানানো হয়েছিল। তারপরেও ইসিএলের সাতগ্রাম এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার এই ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য এদিন দফতরে থাকেননি। তার পরিবর্তে তিনি ইসিএল নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এরিয়া অফিসের কার্যালয়ে দলের কর্মীদের ঢুকতে বাধা দিয়েছেন।'' আগামী দিনেও ওই এরিয়ার জিএমকে বিক্ষোভ দেখানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতারা।

কেন্দ্রকে তুলোধোনা পূর্ণেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা: তৃণমূল সরকারের আমলে এই রাজ্যে বনধ রাজনীতি বন্ধ হয়ে কর্মসংস্কৃতি ফিরেছে। আর তার সুফল মিলেছে রাজ্যবাসীর। শুক্রবার কালনা ২ ব্লকের সিঙ্গারকোনের তৃণমূলের এক সমাবেশে একথা বলেন তৃণমূলের রাজ্য কিসান ও খেতমজুর সেলের সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। এদিন তিনি বাম জমানার মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলন সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেন, ''ওদের নেতাদের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের মালিক বা জোতদারদের গোপন আঁতাত ছিল। ওরা মজুরি বাড়ানোর আন্দোলনের নামে মেকি যুদ্ধ করত। তার ফলে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়েছে।'' তিনি এদিন খাদ্যশস্য, চাষের সরঞ্জাম থেকে সার, ডিজেল, কীটনাশক-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।'' সভায় উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী নেতা দেবু টুডু, কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, প্রণব রায় প্রমুখ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবুবাবু বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, ''১০০ দিনের বকেয়া টাকা না দিলে বিজেপি কর্মীদের জয় শ্রীরাম বলতে দেব না।'' **ছবি : মোহন সাহা**

আলু বিক্রিতে ফড়েদের দাপট নিয়ে মন্তেশ্বরে সরব মীনাক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা: কৃষিবলয় মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রামে ইনসাফ যাত্রায় এসে সারের কালোবাজারি সহ ধান-আলু বিক্রিতে ফড়ে দালালদের দাপট নিয়ে সরব হলেন ডিওয়াইএফের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি কুসুমগ্রাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে একটি জনসভা করেন। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ, সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গণি সরকার প্রমুখ।

কুসুমগ্রামে সভা শেষে মীনাক্ষী সাতগাছিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কুসুমগ্রামের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মীনাক্ষী বলেন, ''সারের কালোবাজারি সরকার না চাইলে কি হত?'' এরপরেই তিনি কৃষকদের ফসলে দাম না পাওয়ার প্রসঙ্গকে তুলে ধরে একহাত নেন ফড়ে দালালদের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "মান্ডির নামে আসলে বিধায়কের ফড়ে দালালরা ঘুরপথে ধান কিনছে, আলু কিনছে। কীটনাশকের দাম কারা বাড়ালো? সরকার যদি না চাইতো তাহলে কি বাড়তো?" মীনাক্ষী এদিন চালচুরি, মিড-ডে-মিলে অপুষ্টিকর খাবার নিয়ে নিন্দায় সরব হন। পুষ্টিকর খাবার ঠিকমত না পাওয়ার কারণে শিশুরা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। সিপিএমের যুব নেত্রী বলেন, "পূর্ব বর্ধমান জেলাতে হাসপাতালে গিয়ে একবার খোঁজ নিন। বেশিরভাগ শিশুদের পেটগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে। কোমরটা, হাত-পাগুলো সরু হয়ে যাচ্ছে। গলার এদিকে, দুদিকটা ডাক্তারের কাছে গেলেই টিপে ধরছে। দুটো করে আব হয়ে যাচ্ছে। সব শিশুদের টিবি রোগ যাচ্ছে। এই রোগের একটাই ওষুধ হল খাবার। যে সরকার খাবার দিতে পাবে না। সেই সরকার আমার আপনার সরকার নয়।"

কুসুমগ্রামে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। —মোহন সাহা

এদিন মীনাক্ষী প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, "যে পার্টিটা লোকের কাছে ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে বুদ্ধি ধার করে, সেই পার্টিটার খাদ্যমন্ত্রী চালচুরি করবে না তো কি নাসার বিজ্ঞানী হবে?"

কালনায় পুর-অনাস্থা, কোন্দল মেটাতে বৈঠকে বসবেন পুরমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা: দলবিরোধী কাজের জন্য এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না দল। বরং খুব শীঘ্রই কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান ও দলীয় কাউন্সিলরদের নিয়ে আলোচনায় বসতে চলছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। পুরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্তকে অপসারণের দাবিতে ১৪ জন কাউন্সিলরের সই করা অনাস্থাপত্র মহকুমাশাসক, জেলাশাসক, চেয়ারম্যানের কাছে জমা পড়েছে। যা নিয়ে অস্বস্তিতে শাসক শিবির। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এবিষয়ে এখনই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে কাউন্সিলরদের ও চেয়ারম্যান সকলকে নিয়ে কলকাতায় আলোচনায় বসবেন পুরমন্ত্রী।" যদিও অনাস্থা আনার মত বিষয়ে দল কোনোভাবেই সায় দেবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দেন জেলা সভাপতি। তাই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলার থাকে তা দলের সঙ্গে বসেই আলোচনা করতে হবে বলে তিনি এদিন সাফ জানিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, "দল অনাস্থা আনার ব্যাপারে অনুমতি দেবেনা। ওদের যদি কিছু বলার থাকে দলের সঙ্গে আলোচনা করুক।"

উল্লেখ্য, কালনা পুরসভায় ১৮ টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল ১৭টিতে জয় পেয়ে বোর্ড গঠন করে। কাউন্সিলর আনন্দ দত্তকে চেয়ারম্যানের পদে বসানোর দিন থেকেই তাঁর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অধিকাংশ কাউন্সিলর। এই নিয়ে দফায় দফায় বেশ কয়েকবার অশান্তির ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে। দলের উর্ধতন কতৃপক্ষের নির্দেশে সাময়িকভাবে তা নিয়ন্ত্রণও হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন আগে ফের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে অনাস্থাপত্র জমা পড়েছে। কালনা শহরের তৃণমূল সভাপতি তথা কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সেই অনাস্থায় নিজেও সায় দিয়েছেন। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তোপও দেগেছেন। তাহলে এবিষয়ে কি দলের উচ্চ নেতৃত্বের কি সায় রয়েছে সেই নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়ে যায় শহরে। কিন্তু দলের সাথে কোনও আলোচনা না করেই এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে দেয় উচ্চ নেতৃত্ব। আর একারণে দলের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই অনাস্থাকাণ্ড কোনভাবেই ভালো চোখে দেখছে না বলে খবর। জেলা সভাপতি বলেন, "এবিষয়ে দলের সঙ্গে ওরা কোনও আলোচনাই করেনি।" ফলে এই কাজ দলবিরোধী হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের। তবে বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে এখনই কোনো পদক্ষেপ নয় বলেই জানিয়ে দেন দলের জেলা সভাপতি।

বিপজ্জনক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, ক্ষোভ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভেঙে পড়ছে ছাদ। ঘরের দেওয়ালের ভগ্ন দশা। সেখানেই কচিকাঁচাদের চলছে পড়াশোনা। জামালপুরের ইলসরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এই বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ এই কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকার। আদিবাসী অধ্যুষিত ইলসরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বর্তমানে ৩১ জন পড়ুয়া। এই কেন্দ্রটির প্রথম থেকেই নিজস্ব ভবন নেই। প্রাথমিক স্কুলের পুরোনো ভবনেই এই কেন্দ্র চলে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা সংস্কার না হওয়ায় সেই ভবন জীর্ণ হয়ে পড়েছে। জানালা গুলি ভাঙা। বর্ষায় ছাদ থেকে জল পড়ে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী অঞ্জলি দত্ত গোস্বামী জানান, কেন্দ্রের ভগ্ন দশা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বহুবার জানানো হয়েছে।

লক্ষ টাকা আত্মসাৎ, সাসপেন্ড পোস্টমাস্টার

জামুড়িয়া

স্টাফ রিপোর্টার, আসানসোল : গ্রাহকদের কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল জামুড়িয়া থানার আসানসোল পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের নন্ডী উপ ডাকঘরের পোস্ট মাস্টারের বিরুদ্ধে। তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন ডাকবিভাগের আসানসোল ডিভিশনের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রবাল বাগচি। তবে এই অভিযোগ উঠার আগেই ওই পোস্টমাস্টার জামুড়িয়া থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত, দিন তিনেক আগে ডাকঘরের গ্রাহকদের বড় অংশ নন্ডী সাব পোস্ট অফিসের সদ্য দায়িত্ব নেওয়া পোস্টমাস্টার তপন মণ্ডলকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান। সেই বিক্ষোভের জেরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল। নন্ডী উপ ডাকঘরের গ্রাহক পুর্ণ রুইদাস, তপন চট্টোপাধ্যায়, কুরান গড়াই, কল্যাণ চন্দ্র'দের অভিযোগ, ''কিছুদিন আগে আমরা পোস্ট অফিসে টাকা তুলতে এসেছিলাম। সেই সময় এই পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার রূপেন হাঁসদা লিঙ্ক নেই বলে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা তোলার স্লিপ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।'' সেই সময় পোষ্ট মাস্টার গ্রাহকদের জানিয়েছিলেন, টাকা এলে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গত ১৫ নভেম্বর ওই সব গ্রাহকদের মোবাইলে মেসেজ আসে যে তাঁদের টাকা তোলা হয়েছে। সেই মেসেজ পেয়ে তাঁরা পোস্ট অফিসে আসেন। কিন্তু পুজোর ছুটি থাকায় পোস্ট অফিস বন্ধ ছিল। তাই তারা মঙ্গলবার নন্ডী সাব পোস্ট অফিসে এসে পোস্টমাস্টার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে আসেন। তাঁরা এসে জানতে পারেন পোস্টমাস্টার রুপেন হাঁসদা গত ৫ নভেম্বর ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছেন। তাঁর পরিবর্তে নতুন পোস্টমাস্টার হিসাবে তপন মণ্ডল দায়িত্ব নিয়েছেন।

জানা গেছে, পূর্ণ রুইদাসের ৭০ হাজার ২০০ টাকা, তপন চট্টোপাধ্যায়ের ৪৯ হাজার, কুরান গড়াইয়ের ৪৯ হাজার, কল্যাণ চন্দ্রর ১০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। প্রচুর সংখ্যায় গ্রাহক নিজেদের পাসবুক নিয়ে পোস্ট অফিস চত্বরে জড়ো হন। সদ্য দায়িত্ব নেওয়া পোস্টমাস্টার তপন মণ্ডল গ্রাহক বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তিনি জানিয়েছেন, ''আমি গত ১৭ নভেম্বর এই উপ ডাকঘরে যোগ দিয়েছি। আমার আগের পোস্ট মাস্টার কি করেছেন, তা আমি জানি না। তবে গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জাননিয়েছি।'' আসানসোল পোস্ট অফিস সূত্রের খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টারকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ডও করা হয়েছে।

পরকীয়ার জেরেই খুন বিহারের যুবক

দুর্গাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: বিবাহিত মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়াই কাল হল বিহারের যুবকের। ওই মহিলার পরিবার 'সম্পর্ক' মেনে নিতে না পারাতেই খুন বলে পুলিশের দাবি। দ্রুত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে দাবি পুলিশ আধিকারিকদের।

বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুরের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশডিহার নামো বাউরিপাড়ায় একটি বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয় এক যুবকের মৃতদেহ। মৃত ছোটন দুবে বিহারের সরন জেলার খানপুরের বাসিন্দা। তিনি দুর্গাপুরের ওই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। খুনের ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 'ক্লু' পায় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটন কলকাতায় কখনও গাড়ির খালাসি, কখনও দৈনিক মজুরের কাজ করতো। কলকাতাতেই বছর দূয়েক আগে আলাপ হয় মালদহের বিবাহিত এক মহিলার সঙ্গে। সেই থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। এই মহিলা এখন দুর্গাপুরে কর্মসূত্রে থাকেন। কিন্তু এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি ওই মহিলার বাপের বাড়ির লোকজন। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই মহিলার সঙ্গে ছোটনের ঝামেলা চলছিল। গত মঙ্গলবার ছোটন কলকাতা থেকে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে দুর্গাপুরে এসেছিলেন। দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর আত্মীয় ভর্তি আছে, এমন মিথ্যা তথ্য দিয়ে পলাশডিহাতে ঘরভাড়া নেন ছোটন। মঙ্গলবারই রাতে ছোটনকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তারপর বাইরে তালা দিয়ে চলে যায় আততায়ী।

খুনি কে? পুলিশের দাবি, ওই মহিলার দাদা, ভাই বা বাপের বাড়ির কেউ এই খুনের সঙ্গে যুক্ত। যুবকের দুর্গাপুরে আসার খবর তারা জানতে পেরেছিল। পুলিশের এসিপি (কাঁকসা) সুমনকুমার জয়সওয়াল বলেন, ''তদন্ত অনেকটা এগিয়েছে। খুব দ্রুত খুনিকে পাকড়াও করা হবে।''

আবার আগামিকাল

দাঁইহাটের রাস উৎসবেও থিমের লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, কাটোয়া: দাঁইহাটের রাস উৎসবেও থিমের লড়াই। একে অপরকে টক্কর দিতে নানা থিম নিয়ে হাজির পুজো কমিটিগুলি। এবার কাশ্মীরের বুলবার্গ মন্দির থেকে এক টুকরো রাজস্থান উঠে এসেছে।

মহাপ্রভু পুজোকমিটির এবছর রাস উৎসবের রজত জয়ন্তী বর্ষ। তাই এবার আড়ম্বর বেশি। এবছর থিম এক টুকরো রাজস্থান। রাজস্থানের তানোট মাতার মন্দিরের আদলে মণ্ডপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে চন্দননগরের আলো। এবছর পুজোর বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা।

নটরাজ ক্লাবের থিম 'সাজাব তোমারে যতনে।' রকমারি মডেল ও ডিজাইনের মাধ্যমে মণ্ডপসজ্জা করা হচ্ছে। রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিও। পুজোর বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। সাহাপাড়া নাগরিক মঞ্চের থিম 'কাশ্মীরের বুলবার্গ শিবমন্দির।' বাজেট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

শুক্রবার বিকেলে দাঁইহাটের কালীদাস শিশু উদ্যানে রাস উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক, পুরপ্রধান প্রদীপ রায়, আইসি তীর্থেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। রাসের শোভাযাত্রা ঘিরেও প্রস্তুতি তুঙ্গে।

মহাপ্রভু পুজো কমিটির মণ্ডপসজ্জা চলছ। —জয়ন্ত দাস